যুগান্তর

তারিখ 24 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

মাছুম বিল্লাহ

ইংরেজি প্রশ্নপত্রে আবার পরিবর্তন!

ইংরেজি শিক্ষা বিষয়টি নিয়ে আমাদের দেশে পরিবর্তন এত বেশি হয়েছে যে, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক তো বটেই সচেতন অভিভাবক এবং শিক্ষার সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট সবাই বিভ্রান্তির মধ্যে আছেন এখনও। পরিবর্তন চলছেই, এ যেন চলতে থাকবে। ২০১৩ সালে নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী যখন ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর নতুন ইংরেজি বই বাজারে ছাড়া হল, তখন বলা হল— প্রশ্ন হবে সব আনসিন অর্থাৎ বইয়ের প্যাসেজ থেকে কিছুই পরীক্ষায় আসবে না কারণ সেটি সিএলটির সঙ্গে খাপ খায় না। বিষয়টি জানানোর সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষুদ্র প্রয়াসে পত্রিকায় লিখলাম, শিক্ষার্থীরা এমনিতেই বই পড়ছে না, তার ওপর বই থেকে যদি কিছুই না আসে তাহলে তো শিক্ষার্থীরা বই ছুঁয়েও দেখবে না। অন্তত একটি প্যাসেজ যেন বই থেকে থাকে। বিষয়টি সম্ভবত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি কেড়েছিল। তাই শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কথা চিন্তা করে মাউশি ও মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত দিল, জেএসসি পরীক্ষায় অন্তত একটি প্যাসেজ সিন থাকবে অর্থাৎ টেক্সট বই থেকে আসবে। জেএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে এখনও এটি অনুশীলন করা হচ্ছে। এসএসসির ক্ষেত্রে বিষয়টি এখনও আনসিনই আছে। এবার থেকে যখন উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য নতুন ইংরেজি বই ছাড়া হল তখন এনসিটিবি একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করল, অনেক শিক্ষক ও শিক্ষাবিদকে আমন্ত্রণ জানানো হল। উদ্দেশ্য ছিল, প্রশ্ন কি সিন না আনসিন হবে, সিন হলে কতটুকু, কত নম্বরের হওয়া উচিত ইত্যাদি। সেখানেও সিদ্ধান্ত হল, কিছু হবে সিন, কিছু আনসিন। তা না হলে শিক্ষার্থীরা বই পড়বে না, শিক্ষকরাও বই পড়াবেন না। ষষ্ঠ, সপ্তম ও এসএসসিতে প্রশ্ন কত পারসেন্ট সিন হবে কত পারসেন্ট আনসিন হবে তা নিয়ে এনসিটিবি ২২ ডিসেম্বর একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় উপস্থিত রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক একটি চমৎকার কথা বলেছেন। যে কোনো পরিবর্তনের আগে একটি পাইলটিং দরকার। সেই পাইলটিং পুরো জাতির ওপর না করে নির্দিষ্ট কয়েকটি স্যাম্পল নিয়ে করা উচিত। ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের এক ইংরেজির অধ্যাপক বলেছেন, আমরা দু'বছর বা তিন বছরের মাথায়ই পরিবর্তন করছি কেন? পরিবর্তনটি কি হঠাৎ করেই দরকার? আমরা তো আরও একটু দেখতে পারি। আমিও বিষয়টির সঙ্গে একমত, কারণ হঠাৎ কী হল যে, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং নবম ও দশম শ্রেণীতে পরিবর্তন আনতেই হবে? এমনটি তো হয়নি যে, হাজার হাজার শিক্ষার্থী ইংরেজিতে আগের মতো ফেল করেছে বা ইংরেজিতে মহামারী দেখা দিয়েছে, কাজেই দ্রুত কোনো পরিবর্তন আনতে হবে, এমনটি তো হয়নি। বরং আলোচনাটা হওয়া উচিত ছিল— সম্প্রতি চালু করা স্পিকিং ও লিসনিং প্র্যাকটিস কীভাবে করা যায়। কারণ লিসনিং ও স্পিকিং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটো স্কিল যার প্র্যাকটিস আমরা একবারেই করাই না কারণ পরীক্ষায় থাকে না। পরীক্ষায় হয়তো এ মুহূর্তে সম্ভব না তারপরও কীভাবে করাতে পারি সে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যেত। যে কোনো ভাষায় মানুষ লিসনিংয়ের মাধ্যমে ৪০ ভাগ যোগাযোগ আর স্পিকিংয়ের মাধ্যমে ৩৫ ভাগ অর্থাৎ লিসনিং ও স্পিকিংয়ের মাধ্যমে ৭৫ ভাগ কমিউনিকেশন করে থাকে অথচ এ বিষয় দুটি কীভাবে আমাদের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ডিল করা যায় তা এখানেও আলোচনা করা যেত। কারণ আমরা ইংরেজি ভাষাটি কেন শেখাচ্ছি শুধু কি পরীক্ষায় ৩৩ কিংবা ৮০ পাওয়ানোর জন্য নাকি এর পেছনে বিরাট এক উদ্দেশ্য আছে?

২২ ডিসেম্বরের কনভেনশনে অধিকাংশ শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ মতামত দিয়েছেন, যেহেতু অষ্টম শ্রেণীতে সিন থাকছে, কাজেই এসএসসিতেও কিছু সিন ও কিছু আনসিন থাকবে কারণ পাবলিক পরীক্ষাগুলো হয় দেশের সব শিক্ষার্থী, বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের কথা মাথায় রেখে। কাজেই সিন থাকা মানে প্রশ্ন অনেকটা সহজ হওয়া কারণ শিক্ষার্থীদের অনেকটাই জানা বিষয়। পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের একটি অংশ মোটামুটি সহজ হলে ক্লাসের বৈতরণী পার হতে শিক্ষার্থীদের কিছুটা সুবিধা হয়। যারা আরও মেধাবী তাদের জন্য প্রশ্নের একটি বা দুটি অংশ আরও একটু কঠিন থাকতে পারে, বিষয়টি খারাপ নয়। যদিও এখানে পরীক্ষা পাসের বিষয়টি ইংরেজি জানার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। তারপরও দেশের বাস্তবতায় বিষয়টি মেনে নেয়া যায়।

কিন্তু ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তো আর পাবলিক পরীক্ষা দিচ্ছে না। শিক্ষকদের সুযোগ রয়েছে এ দুই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভালোভাবে শেখানোর। এনসিটিবি কর্তৃক একটি বই শিক্ষার্থীদের ৪টি স্কিলে দক্ষ করার নিশ্চয়তা দিতে পারে না কারণ ওই বইটি পড়ানোর জন্য একজন শিক্ষকের যথেষ্ট প্রশিক্ষণ পাওয়া দরকার, তার নিজের ইংরেজি ভালো হওয়া দরকার এবং অনেক অ্যাক্টিভিটি, অনেক এক্সারসাইজ শিক্ষককেই বানিয়ে দিতে হয়। যদিও সেটি সম্ভব নয় আমাদের বেশিরভাগ শিক্ষকের দ্বারা। এটি দেশের বাস্তবতা। কাজেই তাদের সহায়ক বইয়ের সাহায্য নিতে হয়। আনসিন প্যাসেজ থেকে শিক্ষার্থীরা অনেক নতুন বিষয় জানতে পারে, বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্পর্কে জানতে পারে, দেশ সম্পর্কে জানতে পারে, অনেক নতুন গল্প জানতে পারে। ফলে তাদের ইংরেজির ভিত তাদের অজান্তেই মজবুত হয় কারণ তারা অনেক নতুন ভকাবিউলারি জানছে, ব্যবহার করছে এবং বাক্য গঠন প্রাকৃতিকভাবেই তাদের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। সেখানেও আমরা সিন প্যাসেজ দেয়ার কথা বলছি। তার অর্থ হচ্ছে, তাদের সামনে যাওয়ার পথটিও একেবারে সংকুচিত করে দিচ্ছি। শুধু পরীক্ষার বৈতরণী পার হওয়ার জন্যই যেন পরীক্ষা, ভাষাজ্ঞান যাচাই করা নয়।

সিন প্যাসেজের একটি বাস্তব বিষয় উল্লেখ করছি। এসএসসির নতুন বই আসার আগে ২০০৪ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সব শিক্ষা বোর্ডের এসএসসির ইংরেজি প্রশ্ন আমি বারবার ঘেঁটে দেখেছি। তাতে দেখলাম, শুধু কয়েকটি প্যাসেজ (ফিরোজা, ড. নাফিজা, ন্যাশনাল মেমোরিয়াল, ওমর, এক্সামিনেশন, স্ট্যাটেজিই) বারবার পরীক্ষায় এসেছে। অথচ ওই বইয়ে ১১৯টি লেসন ছিল। যারা ইংরেজিতে জিপিএ-৫ পেতে চায় তাদের এই ৪-৫টি কিংবা ৬টি প্যাসেজ পড়লেই কমন পড়ে। পুরো বইতে তারা হাত দিত না, দিতে হতো না। আর যেসব শিক্ষক প্রাইভেট পড়িয়ে নাম করছেন তারাও সাজেশন দিতেন ওই কয়টি প্যাসেজ ভালো করে পড়তে এবং ওগুলোর ওপর সব ধরনের প্রশ্ন রেডি করতে। শিক্ষার্থীরা করতও তাই এবং ইংরেজিতে খুবই ভালো ফল করত। এটি প্রমাণ করে যে, সিন প্যাসেজ থাকলেই যে, শিক্ষার্থীরা এবং শিক্ষকরা ইএফটি ব্যবহার করবেন এমনটি নয়। ২২ ডিসেম্বরের সভায় বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকরাও ছিলেন। তাদের সামনেও আমি এ বিষয়টি উল্লেখ করেছি যে, সিন প্রশ্নের ধরন হচ্ছে এই।

শিক্ষার্থীরা টেক্সট বই পড়ছে না, শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে পাঠ্যবই ব্যবহার করছেন না— এ বিষয়টি নিয়ে এনসিটিবির উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। তাদের উদ্বিগ্ন হওয়াটার প্রশংসা করি। কারণ তারা দেখলেন যে, এত অর্থ, মেধা ও শ্রম দিয়ে শিক্ষাবিদরা বইটি তৈরি করেছেন অথচ শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক কেউই বইটি ব্যবহার করছেন না। তাহলে ব্যাপারটি কী এবং এখানে তাদের নিশ্চয় কিছু করার আছে। এ জন্য তারা ফিল্ড ভিজিট করেছেন, মিটিং করেছেন ও সেমিনার ডেকেছেন। এ উদ্যোগগুলোর প্রশংসা করি।

প্রশ্ন সিন হলেই যে শিক্ষার্থীরা বই পড়বে, এবং শিক্ষকরা বই পড়াবেন এমন নয়। টেক্সট বই যেসব বাস্তব কারণে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা ব্যবহার করছেন না সেগুলো হচ্ছে—

১. আমাদের দেশের শিক্ষা এখনও পরীক্ষানির্ভর। পরীক্ষায় যেভাবে প্রশ্ন আসে বইয়ের একটি প্যাসেজ বা লেসন পড়লে শিক্ষার্থীরা সে ধরনের সব প্রশ্ন পায় না, শিক্ষকরাও সে ধরনের প্রশ্ন তৈরি করেন না (অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না আর অনেকে এত কষ্ট করতে চান না।), পরীক্ষায় যেভাবে প্রশ্ন আসে সেগুলো সাজিয়ে দেয়া থাকে সহায়ক বা গাইড বইগুলোতে। তাই শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সবাই ওই বই পছন্দ করেন।

২. এনসিটিবির বইগুলো আকর্ষণীয় নয়। বইগুলোতে আকর্ষণীয় কোনো গল্পও নেই যে শিক্ষার্থীরা মজা পাওয়ার জন্য পড়বে। আমি আফ্রিকা মহাদেশের কয়েকটি দেশের বই পড়েছি, সেখানকার অনেক বিদ্যালয়ে গিয়েছি, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা অনুন্নত দেশ; কিন্তু তাদের ইংরেজি বইগুলো চমৎকার সব গল্প দিয়ে ভর্তি। শিক্ষার্থীরা গল্পের মজা পাওয়ার জন্য ইংরেজিতে গল্পগুলো করে। ফলে তাদের অজান্তেই তারা ইংরেজি চর্চা করছে। গ্রামারসহ অন্য সব প্রশ্নই ওই গল্পভিত্তিক। ফলে তাদের ইংরেজির ভিত হয় মজবুত।

৩. আমাদের দেশের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা যখন টেক্সট বইয়ের লেসনসহ গাইডবই পাচ্ছে, উত্তর পাচ্ছে তখন তারা দুটি বই বহন করতে যাবে কেন?

৪. একই ধরনের প্রশ্ন বারবার আসা। প্রশ্ন যদি বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে, সঠিক ভাষাজ্ঞান যাচাই করার জন্য করা হয় তাহলে তারা পাঠ্যবই পড়ত। প্রশ্ন তো সেভাবে করা হয় না। প্রশ্ন যদি সেভাবেই করা হতো তাহলে নোট, গাইড বা টেক্সট বই তাদের সামনে রেখে দিলেও নিজ থেকেই লিখতে হতো। শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষাজ্ঞান কতটা হয়েছে ও কতটা প্রয়োগ করতে পেরেছে সেই দক্ষতাই প্রকাশ পেত। তা হচ্ছে না বলে তারা পাঠ্যবই পড়ছে না, পড়ছে গাইডবই। কাজেই সঠিক শিক্ষক নির্বাচন করে সঠিক প্রশ্ন প্রণয়ন করা দরকার।

মাছুম বিল্লাহ : *শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও গবেষক, ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচিতে কর্মরত*
masumbillah65@gmail.com